দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUN 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

12

07

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের সমস্যা

বৃত্তিপ্রাপ্ত অনেক ছাত্রছাত্রী গত প্রায় দেড়বছর যাবৎ তাদের বৃত্তির টাকা পাচ্ছেন না। কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় অভ্যন্তরীণ বৃত্তিপ্রকল্পের টাকা কোন খাতে বরাদ্দ করা হবে সে বিতর্কের সমাধান না হওয়ায় এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন এ প্রকল্পকে উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু বাজেটে সে ব্যবস্থা করা না হলে অর্থমন্ত্রণালয়ের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, এ বিতর্কের কারণে না কি চলতি অর্থ বছরে বৃত্তির সাড়ে ন'কোটি টাকা বাজেটে অনুমোদন পায়নি। এর আগের বছরের বরাদ্দ টাকার মধ্যে সাড়ে সাত কোটি টাকাও তামাদি হয়ে গেছে। এখন শিক্ষামন্ত্রণালয় গত দু'বছরের ছাত্রবৃত্তির ১৭ কোটি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। আগামী বাজেটে সে টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের বৃত্তির টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

বৃত্তির টাকা কোন খাত থেকে আসবে সেটা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপার নয়। পড়াশোনায় কঠোর শ্রম ও মেধার স্বীকৃতি হিসেবে বৃত্তি পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা খুশী হন। কিন্তু ওপরতলার বিতর্কের জন্য যদি সময়মত বৃত্তির টাকা না পাওয়া যায়, তখন বৃত্তি পাওয়ার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

উন্নয়ন খাত ও রাজস্ব খাতের জটিলতায় হাজার হাজার প্রাইমারী শিক্ষকের বেতন আটকে ছিল। এখন আবার খাত নিয়ে অন্য ধরনের জটিলতায় বৃত্তির টাকা আটকা পড়েছে।

উন্নযন খাতে বৃত্তির বরাদ্দ টাকা যদি নির্দিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে বিলি করা সম্ভব না হওয়ায় তামাদি হয়ে যায়, তার জন্য দায়ী কে? যদি কর্তৃপক্ষের কোন গাফিলতি থাকে, সেটা নিশ্চয়ই দেখা দরকার। প্রতিবছরের বৃত্তির টাকা বৃত্তিপ্রাপ্তদের হাতে সে বছরেই পৌঁছে দিতে অসুবিধা কোথায়? সে টাকা কোন খাত থেকে আসছে সেটা বড় কথা নয়, সময়মত বৃত্তির টাকা বৃত্তিপ্রাপ্তদের হাতে পৌঁছে দেয়াটাই আসল কথা।

বৃত্তি পাওয়ার পর সে বৃত্তির টাকার ওপর নির্ভর করে অনেক ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা চালাতে হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, পদ্ধতিগত কারণে বৃত্তির টাকা পেতে দেরী হলেও ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তির টাকা অবশ্যই পাবে। কিন্তু দেড় বছর ধরে বৃত্তির টাকা বকেয়া থাকলে অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

নিয়মিত বৃত্তি পরিশোধের জন্য যদি বৃত্তিপ্রকল্প রাজস্ব খাতে নেয়া অপরিহার্য হয়, আগামী বাজেটে তার ব্যবস্থা করা হোক। বৃত্তিপ্রাপ্তদের বৃত্তির টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মুদ্রাস্ফীতি ও শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির কারণে বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। অথচ গত পাঁচ বছরে বৃত্তিপ্রকল্পের টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। বৃত্তির টাকা বাড়ানোর একটি সুপারিশ বাছবিচার করে দেখা হচ্ছিল। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরী না হওয়ায় ছাত্রবৃত্তির টাকা বাড়ানোর সম্ভাবনাও মাঠে মারা গেছে। অথচ বিষয়টি জরুরী। সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হোক।